TRIPTI MEDIZONE
সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
20% DISCOUNT ON MEDICINE
FREE HOME DELIVERY
OPEN EVERYDAY
9641242983/CALL: 0353-3556023
ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD, COLLEGE PARA, SILIGURI

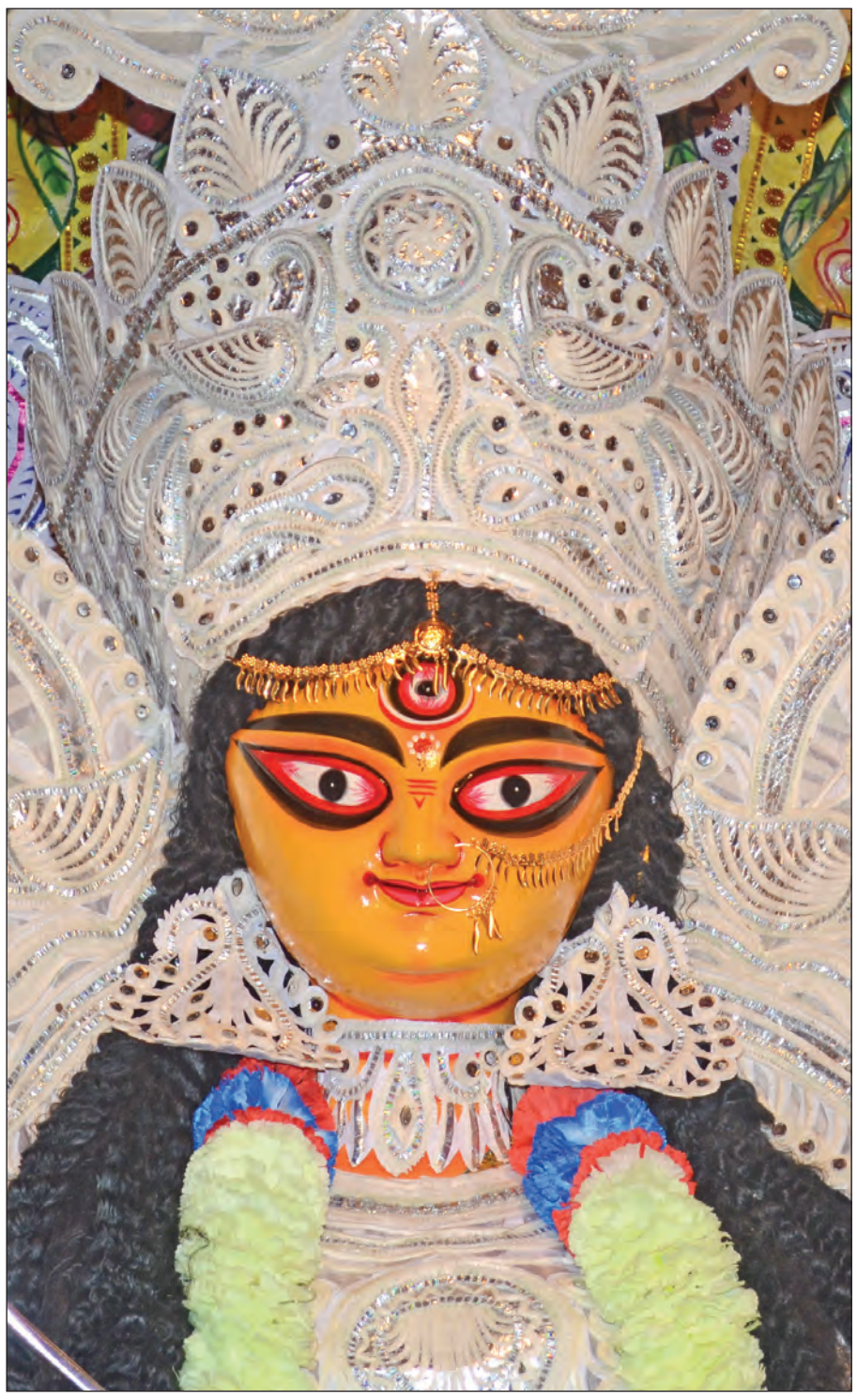

শিলিগুড়ি সব্যসাচী সংঘের প্রতিমা। ছবি : সূত্রধর

আজ পথে নামছে তেজস্বিনী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : মাথা থেকে পায়ের জুতো পুরোটাই মোড়া কালো পোশাকে। মুখে কালো মাস্ক, হাতে লাঠি। হঠাৎই সাইরেন বাজিয়ে নীল-সাদা স্কুটারে চেপে আসছেন কয়েকজন মহিলা। রাস্তায় বেয়াদপি করলেই তুলে নিয়ে চলে যাবেন তাঁরা। ভাবছেন, এমনটা আবার হয় নাকি? ওঁরা কারা? কী তাঁদের পরিচয়? ওঁরা হলেন শিলিগুড়ি পুলিশের উইমেন স্কোয়াড 'তেজস্বিনী'। মহাসপ্তমীর সকাল থেকে শহরে দেখা মিলবে পুলিশের এই উইমেন স্কোয়াডের। পুজোর চারদিন তো বটেই, বিসর্জন ঘাটের পাশাপাশি সাধারণ সময়েও শহরের বিভিন্ন এলাকায় দেখা মিলবে এই দুর্গাবাহিনীর। মহিলাদের ওপর অন্যায় হলেই দ্রুত পদক্ষেপ করবে এই বাহিনী। মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড় থেকে এই বাহিনীর উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এই বাহিনীর বিষয়ে আগাম কিছু জানাতে চাননি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, যা বলার উদ্বোধনের দিন বলবেন।

শহরের উইমেন স্কোয়াডের জন্যে ১৫টি স্কুটার দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। প্রথম ধাপে ১০টি স্কুটার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সেইমতো ১০টি সুসজ্জিত স্কুটার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে পুরনিগম। তাই আপাতত ১১ জন মহিলার একটি দলকে এই স্কোয়াডের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেককেই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি স্কুটারে দুজন করে পুলিশ কর্মী থাকবেন। তাঁরা শহর ঘুরবেন। পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ইভটিজারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এই স্কোয়াড। সে মতো প্রত্যেকের জন্যে নতুন পোশাক তৈরি করা হয়েছে। কালো পোশাকে শহর ঘুরবে এই দল। পুলিশের একাংশের মতে, কালো পোশাকে পুলিশকর্মীরা একসঙ্গে স্কুটার নিয়ে গেলে অপরাধীরা এমনিতেই ভয় পেয়ে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। এদিকে, পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরবাসী। রাস্তায় মহিলা বাহিনী ঘুরলে মহিলাঘটিত অপরাধ যেমন কমবে তেমনই মহিলারাও সহজেই পুলিশের কাছে পৌঁছাতে পারবে। অনেক মহিলাই রয়েছেন যাঁরা কখনও লজ্জায় আবার কখনও ভয়ে পুলিশের কাছে যেতে পারেন না, তাঁরাও সহজেই মহিলা স্কোয়াডের কাছে যেতে পারবেন। হাকিমপাড়ার গৃহবধূ শম্পা দাস বলেন, 'পুলিশের এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। পাড়ায় পাড়ায় মহিলা পুলিশ ঘুরলে ছিনতাই, ইভটিজিং কমবে।' শিক্ষিকা শুভ্রা সরকারের বক্তব্য, 'একসঙ্গে মহিলা স্কোয়াড শহরে ঘুরলে অপরাধীরা অপরাধ করার আগে অন্তত একবার ভাববে।'

Sunetra'z
Vision Redefined
Unit of Maya Sanyal Clinic and Nursing Home
এখানে উন্নতমানের মেশিন ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা
বিনামূল্যে
চোখের সমস্ত চিকিৎসা এবং পরীক্ষা করা হয়
Dr. Amitabha Chakraborty
7031532499/9002280804
Ashrampara, Near Pakurtala More, Siliguri

ইভটিজিং রুখতে

- মহাসপ্তমীর সকাল থেকে দেখা মিলবে পুলিশের এই উইমেন স্কোয়াডের
- মহিলাদের ওপর অন্যায় হলেই দ্রুত পদক্ষেপ করবে এই বাহিনী
- ১১ জনের একটি দলকে এই স্কোয়াডের জন্য তৈরি করা হয়েছে
- পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ইভটিজারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এই স্কোয়াড।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে পুলিশের তেজস্বিনী স্কোয়াডের সদস্যরা।

মণ্ডপ থেকে রেস্তোরাঁয় ভিড় নবপ্রজন্মের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : উমার বোধনের দিন ষষ্ঠীর সকালেই সারাদিনের প্ল্যানিংটা সেরে নিয়েছিলেন সৌরভ, অঙ্কিতা, সোমা, পীযূষরা। সেই মতো দুপুর হতেই নতুন জামা গায়ে শহরের কিছু মণ্ডপ ঘুরে সন্ধ্যায় ঢুঁ রেস্তোরাঁয়।

মণ্ডপ ঘোরার পথেই ফুচকার স্বাদ আর নানা পোজে সেলফি। আড্ডা তো ছিলই। এই চার বন্ধুর মতোই নানাভাবে ষষ্ঠীর আনন্দ নিতে দেখা গেল শহরের নতুন প্রজন্মকে। মণ্ডপ থেকে রেস্তোরাঁ, সর্বত্রই ছিল তরুণদের ভিড়।

পুজোয় আড্ডা দেওয়ার অন্যতম স্পট শিলিগুড়ির দাদাভাই ক্লাবের সামনে এদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে সেলফি, গ্রুপফি নিতে দেখা গেল অনেককে। সঙ্গে ছিল প্রিয়জন ও বেশ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবীও। তাঁদের মধ্যে আকাশ সেনগুপ্ত নামে এক যুবক বললেন, 'পুজোর ক'টা দিন নির্দিষ্ট কিছু প্ল্যান থাকেই। অষ্টমীতে শুধুমাত্র প্রিয় মানুষটির সঙ্গে ঘোরা। নবমীতে পরিবারের সকলের সঙ্গে। ষষ্ঠীতে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে। তাই রাতের ভিড় এড়াতে দিনেই ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছি আমরা।'

নতুন প্রজন্মের অনেকেই মণ্ডপের পাশাপাশি ভিড় জমিয়েছিলেন রেস্তোরাঁয়। কেউ চাইনিজ, কেউ ইতালিয়ান, থাইকেই প্রেফার করলেন ষষ্ঠীতে। যেমন অমিত সেন, মিহির, বীথিকা, শ্রেয়া, অংশুরা পৌঁছে গিয়েছিলেন সেবক রোডের এক রেস্তোরাঁয়। খাওয়ার সঙ্গে গান-বাজনায় ষষ্ঠীর আনন্দ লুফে নিয়েছেন বলে জানান অমিত।

এদিকে, পুজোর শুরুতেই দেখা গেল কেউ স্বাস্থ্যবিধি মানছেন, তো আবার কেউ মানছেন না। যুবদের অনেককেই দেখা গেল বেপরোয়াভাবেই ঘোরাফেরা করতে।

শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্কে অনেক যুবককে মাস্ক পরতে দেখা যায়নি। কেউ ঝুলিয়ে রেখেছেন থুতনিতে। করোনার বিধিনিষেধ প্রশ্ন করায় কেউ এড়িয়ে গেলেন, কারও আবার সাফাই, 'অনেক তো হল। এবার পুজো উপভোগ করি।'

গাছ কাটায় ক্ষুব্ধ গৌতম

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : প্রয়োজনের তুলনায় বেশি গাছের ডাল কাটা হচ্ছে। প্রথমে এই অভিযোগের তেমন গুরুত্ব না দিলেও নিজে সরেজমিনে দেখার পর পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব বুঝতে পারলেন, গাছ কাটার দায়িত্ব যাদের উপর দিয়েছিলেন, তারা অতিরিক্ত ডাল কেটে নিয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি দেখে যথেষ্টই অসন্তুষ্ট গৌতমবাবু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এভাবে গাছ কাটার রাস্তায় না গিয়ে টেন্ডার ডেকে গাছ কাটার বরাত দেবেন। তাতে কোন ধরনের ডাল কাটা হবে তা উল্লেখ করে দেওয়া হবে।

গাছের সরু ডাল কাটার নামে বেশিরভাগ মোটা ডালপালা কেটে ইতিমধ্যেই বিতর্কের মুখে পড়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। প্রথমে শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে গাছের ডাল কাটার নামে মোটা ডালগুলি কেটে ফেলা হয়। যা নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা।

এরপর হিলকার্ট রোডে গাছ কাটা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে অভিযোগ ওঠে খোদ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে।

ওয়ার্ডের বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের পাশের রাস্তার দু'ধারে অবাধে গাছের মোটা ডালগুলি কেটে ফেলা হয়। পুরনিগমের কোনও কর্মী সেই সময় উপস্থিত না থাকার সুযোগ নিয়ে গাছ কাটার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো গাছের ডাল কেটেছে বলে অভিযোগ। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পরিবেশপ্রেমীরা।

এদিন গৌতমবাবু বলেন, 'আমি বারেবারে বলেছিলাম বড় ডাল না কাটতে। কিন্তু যা হয়েছে তা খুব খারাপ কাজ হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি, টেন্ডার করে এজেন্সি ঠিক করে তাদের বলে দেব কতটা গাছ কাটতে হবে। বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির সঙ্গেও কথা বলে নেব।'

টুকরো খবর

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : স্পা চালাতে দিতে হবে, এই দাবিতে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি মলের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন স্পা'র কর্মীরা। অভিযোগ, ওই মলে স্পা খুলতে দিচ্ছে না কয়েকজন লোক। এরপরেই পুরো বিষয়টি জানিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দিয়েছেন। সোমবার তাঁরা পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতেও পুরো বিষয়টি জানান।

বস্ত্রদান

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : পুজো উপলক্ষ্যে দুঃস্থ, অনাথ ও বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর প্রচেষ্টা করল থ্যালাসিমিয়া ও বিকলাঙ্গ সেবা সংস্থা। সোমবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় এরকম বেশ কিছু শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র ও ফল। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান অশোক চক্রবর্তী, সমাজসেবী সঞ্জয় মণ্ডল প্রমুখ।

নতুন অ্যাপ

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : এবার ডিজিটাল অ্যাপের মাধ্যমেও শহরের পুজোর ঠিকানা খুঁজে পাবে। সোমবার বিকেলে কমিশনারেটে পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা অ্যাপটির উদ্বোধন করেন। গুগলের রিভিউয়ের জন্য আপাতত অ্যাপটি প্লে স্টোরে পাওয়া না গেলেও শিলিগুড়ি পুলিশের ওয়েবসাইটে গিয়ে এই অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে। অ্যাপটির মাধ্যমে পুজোমণ্ডপের পাশাপাশি শহরের রেস্টুরেন্ট, ট্রাফিক পয়েন্ট, পুলিশ কন্ট্রোল রুমের তথ্যও পাওয়া যাবে বলে পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন।

শিশুদের মুখে হাসি ফুটেছে

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : করোনার জেরে অনেকের আর্থিক অবস্থা খারাপ। অনেক পরিবারে শিশুদের নতুন জামা হয়নি। কারও আবার পায়ে জুতো নেই। শহরের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রচেষ্টায় শহর ও চা বাগান এলাকার দুঃস্থ শিশুদের মুখে হাসি ফুটল। পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই শহরের রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, বিভিন্ন বস্তি এলাকার শিশুদের হাতে নতুন জামা তুলে দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। তাঁদের এই উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক সহৃদয় ব্যক্তি। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের শক্তি পালের কথায়, 'অনেক মানুষের সাহায্য পেয়ে আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হয়েছে। নতুন জামা পেয়ে খুশি খুদেরা। অনেকে এই জামা পরে পুজোয় ঘুরতে বেরিয়েছে।'

পুজোয় নতুন পোশাক পরার ইচ্ছে কার না থাকে? বিশেষ করে ছোটদের। কচিকাঁচাদের ইচ্ছে যাতে সাধ্যমতো পূরণ করা যায়, সেজন্য অনেকদিন ধরে কাজ করছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। শহরের পাশাপাশি চা বাগানগুলোতেও শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে নতুন জামা। করোনা পরিস্থিতির জেরে অনেক পরিবারেরই আর্থিক অবস্থা এখনও ঠিক হয়নি। শিশুদের নতুন জামা কিনে দিতে পারেননি অনেক অভিভাবক। এই পরিস্থিতিতে দুঃস্থদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিচ্ছে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম, শিলিগুড়ি ইউনিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সহ শহরের আরও অনেক সংস্থা। শিলিগুড়ি ইউনিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের তরফে শতাব্দী কর্মকার জানান, চা বাগানের অনেকের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই উদ্যোগে খুশি পরিচারিকার কাজ করা শম্পা বাড়ুই। শম্পার মতো অনেক বাড়ির খুদেদের শরীরে নতুন পোশাক উঠেছে। শম্পাদেবীর বক্তব্য, 'করোনার জেরে অনেকদিন কাজ বন্ধ ছিল। এই পরিস্থিতিতে আমার তিন সন্তানকে নতুন জামা কিনে দিতে পারিনি।' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সাহায্যে খুশি অনেকে।

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপসজ্জা। ছবি : তপন দাস

পুজো দেখলেন বৃদ্ধাশ্রমের মায়েরা

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : কারও বাড়ি মাথাভাঙ্গা, কেউ আবার সুদূর বাংলাদেশের বাসিন্দা। প্রত্যেকেই কারও না কারও মা। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এই মায়েরা আজ শিলিগুড়িতে এক বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক। ছেলেমেয়ে থাকতেও নেই। বৃদ্ধাশ্রমে মায়েদের বন্দোবস্ত করেই তারা খালাস। খোঁজখবর রাখার আর কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রতিবার পুজোর সময় এই মায়েদের চোখের কোণে জল জমে। মন হুহু করে ওঠে 'নানা রঙের দিনগুলি'র কথা মনে করে। মনে মনে পেটের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে পুজো দেখার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সেই ইচ্ছা কোনওবারই পূরণ হয় না।

সোমবার বৃদ্ধাশ্রমের এই মায়েদের ইচ্ছা কিছুটা হলেও যেন পূরণ হল। না তবে পেটের ছেলেমেয়েদের উপস্থিতিতে নয়, মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে প্রতিমা দর্শনের ইচ্ছা পূরণ হল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের হাত ধরে। এদিন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাওয়াখালির আপনাঘর বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা পুলিশি নিরাপত্তার মোড়কে বাসে করে শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরে প্রতিমা দর্শন করলেন।

শুধু প্রতিমা দর্শনই নয়, এদিন সকালে মণ্ডপ পরিক্রমার পর শিলিগুড়ি পুলিশের তরফে আবাসিকদের খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা হয়েছিল। ছিল মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও। মনোরঞ্জনের জন্য বৃদ্ধাশ্রমের এই মায়েদের গজলডোবায় ঘুরতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এদিন খোদ পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা বৃদ্ধা মায়েদের হাত ধরে গাড়িতে তুলে দেন। গৌরব বলেন, 'শহরবাসীর জন্যই পুলিশ। উৎসবের এই আনন্দের দিনে বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদেরও আনন্দ উপভোগ করার অধিকার রয়েছে। তাই তাঁদের একটু আনন্দ দিতেই শিলিগুড়ি পুলিশের এই সামান্য উদ্যোগ।'

এদিন শিলিগুড়ি পুলিশ আপনাঘর বৃদ্ধাশ্রমের ২২ জন আবাসিককে প্রতিমা দর্শন করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো সকালে একটি বাসে বৃদ্ধাশ্রম থেকে আবাসিকদের মাল্লাগুড়ি পুলিশলাইনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে পুলিশ কমিশনার আবাসিকদের হাতে একটি করে মিষ্টির প্যাকেট এবং মাস্ক তুলে দেন। তারপর একে একে ২২ জনকে দুটি বাসে তুলে দেওয়া হয়। বাসে ওঠার আগে মায়েদের উদ্দেশ্যে পুলিশ কমিশনার কিছু বার্তা দেন।

তারপর সামনে-পিছনে পাইলট কার ও অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে শহরের পুজোমণ্ডপের উদ্দেশে বাস দুটি রওনা দেয়। পুলিশি এই আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে অনেকেই পুলিশ কমিশনারকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। অনেককে চোখের জল মুছতেও দেখা যায়।

৮০ বছরের লক্ষ্মীরানি পোদ্দার আজকের এই পুজো পরিক্রমায় অংশ নিয়েছিলেন। পুলিশ কমিশনারের হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেট নেওয়ার সময়েই তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। ধরা গলায় তিনি বললেন, 'আমাদের পেটের ছেলেমেয়েরা আমাদের নিয়ে ভাবে না। পুলিশ যে আমাদের কথা ভাবে, এটা ভেবেই খুশিতে চোখে জল চলে এসে গিয়েছে।'

হ্যালো

পুজোর দিনগুলিতে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য শিলিগুড়ির কিছু জরুরি টেলিফোন নম্বর।

শিলিগুড়ি পুলিশ কন্ট্রোল রুম
০৩৫৩-২৬৬২২১০, ১০০

ট্রাফিক পুলিশ কন্ট্রোল রুম
০৩৫৩-২৫১৫৩৩৩, ২৬৬২০৬০

নিউ জলপাইগুড়ি পুলিশ স্টেশন (ওসি) ৮৯০৬০-৫৯৪৭৯

ভক্তিনগর পুলিশ স্টেশন (আইসি) ৯৬৭৯০-৬৭৫৮৭

প্রধাননগর পুলিশ স্টেশন (আইসি) ৯৭৩৩১-১০১৯৮

শিলিগুড়ি পুলিশ স্টেশন (আইসি) ৯০৮৩২-৬৯০১৬

মহিলা পুলিশ স্টেশন (আইসি) ৯৯৩২২-৩৯২০২

সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন ০৩৫৩-২৬৬০০৪০

বাগডোগরা পুলিশ স্টেশন (ওসি) ৯৬৭৯০-৭৩৬৭৭

মাটিগাড়া পুলিশ স্টেশন (ওসি) ৯৮৩৬৪-৬২৪০৬

চাইল্ডলাইন ১০৯৮

অগ্নিনির্বাপণ দপ্তর ০৩৫৩-২৫০২২২২

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লিমিটেড ০৩৫৩-২৫৮১৩৩৭, ৭৪৪৯৩-০১১৮৫

ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি ০৩৫৩-২৪৩৫২৯১, ৯৮৩২০-৬৮৫৬২, ৯৪৩৪০-৬৮৫৬২

3 HILL CART ROAD
ঝালে ঝোলে অম্বলে
বাঙালীয়ানা খাদ্যরসিকদের জন্য মন মাতানো খাদ্য তালিকা উপহার
রসনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার
হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা রয়েছে
স্বাদে ভরপুর দেব আমরা খেয়ে তৃপ্তি পাবেন আপনারা
C/o Hotel Life Style
HILL CART ROAD (PURE BENGALI RESTAURANT)
Airview More, Beside Airview Hotel, Siliguri
Ph. : 0353 2526390 / 92

প্রতি রবিবার সকালে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এবার আরও রং
নতুন রূপে আরও চটকদার
রংদার রোববার
প্রতি সপ্তাহে থাকছে বিশেষ কভার স্টোরি
গল্প, কবিতার সঙ্গে থাকবে রম্যরচনা, ট্রাভেলগ, ফুডব্লগ, বিদেশের চিঠি, উত্তরবঙ্গের মুখ। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ফিচার-ক্যাম্পাস
আপনারা লেখা পাঠান
গল্প (৭০০ শব্দ)
অণুগল্প (১০০ শব্দ)
রম্যরচনা (৫০০ শব্দ)
ট্রাভেলগ (৪০০ শব্দ)
ফুডব্লগ (৪০০ শব্দ)
বিদেশের চিঠি (৪০০ শব্দ)
স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পাঠাও তোমাদের আঁকা ছবি ও ছড়া
আমাদের ই-মেল : ubsrobbar@gmail.com
লেখা পাঠাবেন ইউনিকোডে